দৈনিক
ইত্তেফাক

16 NOV 2006

# অস্থিতিশীল পরিবেশ: চিন্তিত শিক্ষার্থী

স্বাধীনতার পঁয়ত্রিশ বছর পর আবার নতুন করে যেন যুদ্ধ শুরু হয়েছে এদেশে। মাতৃভাষা, মাতৃভূমি রক্ষার্থে একদিন যে দেশ স্বাধীন করবার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল, ছিনিয়ে এনেছিল স্বাধীনতা, সেই স্বাধীন দেশেই চলছে অস্থিতিশীলতার। অরাজকতা, বর্বরতা। আর এই অস্থিতিশীলতার যাঁতাকলে পড়ে পিষ্ট হচ্ছে সাধারণ জনগণসহ সকল মানুষ। পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীরাও এ থেকে বাদ পড়ছে না। এইচএসসি পাসের পর প্রত্যেক শিক্ষার্থীর স্বপ্ন ও লক্ষ্য থাকে কোন ভাল বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগ পাওয়ার। সবারই আশা থাকে মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা ভাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ার গড়ার কিন্তু দেশে যে অসহযোগ অস্থিতিশীল অবস্থা চলছে তাতে শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত। এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য বোর্ডের উচ্চশিক্ষায় অনার্সের ভর্তি ফরম বিতরণ করা শুরু হয়েছে। অন্যদিকে অসহযোগ আন্দোলন ও রাজনৈতিক অশান্ত পরিবেশের কারণে বেশির ভাগ শিক্ষার্থীর যোগ্যতা ও সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও পছন্দমাফিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক এসএমএ ফায়েজ পত্রিকায় জানান, অবরোধের মধ্যে শিক্ষার্থীরা ফরম সংগ্রহ করতে না পারলে সময়সীমা বাড়ানো হবে বলে তিনি জানিয়েছেন। অন্যদিকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান অনুষদের পরীক্ষা ৮ ও ৯ ডিসেম্বর। আবার খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞান ও ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষা ৯ ডিসেম্বর অর্থাৎ একই সময় পরীক্ষা পড়ায় চিন্তিত অনেক শিক্ষার্থী।

*পরিস্থিতির নতুন খবর জানতে উন্মুখ শিক্ষার্থীরা*

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ২০০৫ সালের মাস্টার্স ১ম পর্বের পরীক্ষা শুরু হতে যাচ্ছে আগামী ডিসেম্বর মাসের ২ তারিখ থেকে।

হবে ২৮ ডিসেম্বরে। কিন্তু বর্তমানে যে অবস্থা চলছে তাতে করে সঠিক দিনক্ষণে পরীক্ষা হবে কিনা সে ব্যাপারে শিক্ষার্থী ছাড়াও উদ্বিগ্ন অভিভাবকেরাও। আবার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স কোর্সে অধিভুক্তিপ্রাপ্ত কলেজগুলোতে ২০০৬-২০০৭ শিক্ষাবর্ষে বিএ, বিএসএস, বিএসসি, বিবি এস কোর্সে ভর্তি পরীক্ষা শুরু হবে আগামী ২৬ জানুয়ারী ২০০৭। কিন্তু সেই সময় নির্বাচন হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে আদৌ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে কি-না তাই নিয়ে চিন্তিত শিক্ষার্থীরা। অবরোধের কারণে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষা নেয়া সম্ভব হচ্ছে না। প্রায় সব স্কুলের এসএসসি টেষ্ট পরীক্ষা ৯ নভেম্বর থেকে আরম্ভ হওয়ার কথা থাকলে অবরোধের কারণে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। অন্যদিকে স্কুলগুলোর বার্ষিক পরীক্ষা ১৮ নভেম্বর থেকে শুরু হবার কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত কি হয় কেউ সঠিকভাবে বুঝতে পারছে না।

অসামঞ্জস্য সংকট চলছে তাতে করে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন সঙ্কটের মুখে। যেমন গত ১০ মাসে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘট হয়েছে অন্তত ২৫ দিন। ক্যাম্পাসের এসব ধর্মঘটের ঘটনার কারণে সংকটের মধ্যে পড়েছে শিক্ষার্থীদের জীবন। সৃষ্টি হচ্ছে সেশন জটের। মূলত প্রশাসনিক অবহেলাও অভ্যন্তরীণ বিশৃংখলার কারণে এ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। অন্যদিকে শাহ্জালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় যাত্রালগ্নে যে সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করেছিল তার মধ্যে যেন ভাটা পড়েছে। ছাত্র রাজনীতি ও শিক্ষক রাজনীতির পাশাপাশি সেশনজটের যাঁতাকলে পড়ে শিক্ষার্থীরা অসহায়।

বলাবাহুল্য ২০০৩-২০০৪ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি হয়েও ২য় বর্ষের ১ম সেমিষ্টার সম্পন্ন করতে শিক্ষার্থীরা হাঁফিয়ে উঠেছিল। এদিকে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন দাবি আন্দোলনের কর্মসূচী যেন নিত্যদিনের ঘটনার মত স্বাভাবিক একটা ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাছাড়াও অক্সফোর্ড অফ দি ইষ্ট বা প্রাচ্যের অক্সফোর্ড হিসেবে পরিচিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্প্রতি ভুয়া ভর্তির নেটওয়ার্ক সংবাদটি দেশবাসীকে হতবাক করে দেয়। তাছাড়াও পিএইচডি ডিগ্রী দেয়ার নামে এক ছাত্রের কাছ থেকে ৭৭ হাজার টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অধ্যাপক ডঃ সিদ্দীকের বিরুদ্ধে। এ ছাড়াও প্রায় সময় বিভিন্ন পত্রিকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন ঘটনা প্রকাশিত হচ্ছে যা শিক্ষার্থীর পাশাপাশি অভিভাবকদের ভাবিয়ে তুলছে। তবে শেষ কথা দেশের এই অস্থিতিশীল পরিস্থিতি ও শিক্ষাক্ষেত্রে সুষ্ঠু পরিবেশ যেন শীঘ্রই ফিরে আসে তা সকলেরই কাম্য।

❑ ক্যাম্পাস প্রতিবেদক